"Abu, how was school?" Begum asks of her son.

"Boring. I'm going out to play football," he replies, mumbling.

The doctor gazes happily at his son, thinking of his own days with soccer in Comilla.

"What are you looking at, father?" Adil says shortly.

"Nothing, son. Go along, have a good time." He approaches his son and places his hand on the young boy's shoulder. "Don't worry about your studies for right now."

"Yes sir. Not a problem." Adil hurries off to his room to change out of his uniform while the doctor sits himself on a plush sofa. He reaches for a copy of an English newspaper, detailing the latest of the crown's infringements upon Bengali rights, but he stops short of picking it up. He thinks of the ideas of freedom and equality espoused by those abroad in America and wonders if such thoughts can be realized from abstraction.

"Maybe someday," he mutters to himself. Begum looks up from the laundry, confused.

Maybe someday.

Sounds of the Seasons

- Bushra Rahman

The sound of rushing water fills the air,
As spring rolls in, fresh and fair.
After a cold and frigid time,
Enjoying spring's warmth is no crime.

Summer comes in, slow and steady,
For this season, everyone's ready.
Birds sing happily in the leafy trees,
As the branches tremble in the soothing breeze.

Flowers bloom under the beautiful sky,
It's crisp and blue as the wind blows by.
Pleasant warmth and fireflies,
And bright stars twinkle in the clear night sky.

Fall soon comes, and then goes,
Pretty soon, it starts to snow.
Big white flakes float gently down,
Spreading a white blanket all over town.

The air feels all crisp and clean,
The sun comes through the clouds in a silvery sheen.
The year's first rainfall freshens the earth,
As the animals on this planet give new birth.

বাবা কে

-শম্পা নাসরীণ

বাবা তুমি চলে গেছ দিয়ে গেছ অসীম শুন্যতা,
পৃথিবীকে ভালবাসতে শেখা তোমারই জন্যতা।
ভোরের শিশিরে স্নাত ঘামে মিশে আছো তুমি-
নক্ষত্রে ভরা কালো রাতের অসীম সৌন্দর্যে ভেসে ওঠো তুমি।

তোমাকে খুঁজে পাই
শৈশবের গন্ধে ভরা নবান্নের উৎসব মুখর দিনে।
কুয়াশার চাদরে মোড়া রক্তিম সুর্যের ভোরে
ডাহুক, বক বা ধানশালিখের কিচিরের মুর্ছনায়।
আকাশে শরতের শুভ্র মেঘের খেলায়
কিংবা কাশফুলের ডগায় শীতের আগমনী হাওয়ায়।

প্রকৃতির প্রতিটি আনাচে কানাচে বড় একাত্ম হয়ে আছো তুমি।
কত যুগ পার হয় তুমি নেই
তবুও তুমি আছো আমার সত্তার গহনে।
আমার আলস্যে ভরা দুপুরে শোনা
রবিঠাকুর বা ডি এল রায়ের গানে-
অথবা সুকান্ত কিংবা শক্তির কবিতার অতলান্তে,
আমার বেহাগ বা বৃন্দাবনী সারঙ্গের সঞ্চারীও অন্তরাতে।

আমার আমি পৌঁছানো হতোনা কখনই
যদি না প্রেরণায় উজ্জীবিত করতে তুমি।
তুমি চলে গেলে দিয়ে গেলে
সত্য সুন্দরের বীজমন্ত্র -
তাই তো কষ্টের কাঁটাভরা পথে
কিংবা জীবনের যে কোন অসংলগ্নতায়ও
নির্ভিক পায়ে চলি-
কেননা নিশ্চিত জানি
আকাশের ওই উজ্জ্বল ধ্রুবতারা
সে আর কেউ নয়
সে আমার বাবা-
এখনও প্রতিনিয়ত পথ দেখায় আমায়।
নিয়ে যাবে আমার অভীষ্ট গন্তব্যে।